আমন ধানের ভালো ফলন পেতে বীজতলা থেকেই পরিচর্যা নেওয়া জরুরী ঃ

ডঃ শংকর সাহা ও সুরজ সরকার
বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ, কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নত প্রথায় ধান চাষ করে অধিক ফলন পেতে মূল জমির মত বীজতলার প্রতিও সমান যত্ন নিতে হবে। এতে কম খরচে ও কম পরিশ্রমে ফসলের পরিচর্যা করা সম্ভব।

জমি নির্বাচন ঃ কাছাকাছি জলের ব্যবস্থা আছে এরকম জায়গায় এঁটেল বা দোঁয়াশ জাতের উর্বর জমি এবং আশেপাশের জমির থেকে একটু উঁচু জমি আমন ধানের বীজতলার জন্য আদর্শ।

বীজতলার মাপ ঃ সাধারণতঃ যত বিঘা মূলজমি তার ১০ ভাগের এক ভাগ হবে বীজতলা (২০ কাঠা অর্থাৎ ১ বিঘা জমির জন্য ২ কাঠা)। পাতলা করে বীজ ফেললে চারাগুলি সুস্থ, সবল এবং মোটা হবে।

বীজের হার ঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) মূল জমির জন্য ৪-৫ কেজি সংশিত বীজ ২ কাঠা জমিতে ফেলতে হবে।

পুষ্ট বীজ পৃথকীকরণ ঃ সাধারণভাবে লবন জলের মিশ্রণে ধান বীজ ভিজিয়ে দিলে পুষ্ট বীজ নীচে থাকবে এবং অপুষ্ট বা চিটে বা পাতান ধানের বীজ ওপরে ভাসবে এবং সেগুলোকে আলাদা করে ফেলে দিতে হবে। পুষ্ট বীজগুলোকে লবন জলের মিশ্রণ থেকে তুলে পরিস্কার জলে ধুয়ে তারপর বীজ শোধন করতে হবে। লবন জলের মিশ্রণ তৈরী করার জন্য একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে একটি ডিম ডুবিয়ে দিতে হবে এবং লবন মেশাতে হবে। দেখা যাবে একটা নির্দ্দিষ্ট মাপের লবন মেশানো হয়ে গেলে ডিমটি জলের উপর ভাসবে। তখন বুঝতে হবে লবন জলের মিশ্রণ তৈরী হয়ে গেছে এবং ডিমটিকে তুলে নিতে হবে।

বীজতলায় সারের পরিমাণ ঃ যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। সাধারণভাবে ২ কাঠা বীজতলার জন্য ১০ ঝুড়ি গোবর সার, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৪০০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ বীজতলা কাদা করার সময় দিতে হবে এবং ২০০ গ্রাম ইউরিয়া চারা তোলার এক সপ্তাহ আগে চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।

বীজতলার পরিচর্যা ঃ বীজ বোনার তিন ঘন্টা পর ১ ইঞ্চি পরিমাণ জল ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং চারা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে জলের পরিমাণ বাড়িয়ে ২ ইঞ্চি করতে হবে।

বীজতলা থেকে চারা তোলার বয়স ঃ সাধারণতঃ যত মাসের ধান বীজ ঠিক তত সপ্তাহ বয়সের চারা রোয়া বপন করা উচিৎ অর্থাৎ ১২০ দিন (৪ মাস) সময়ের জাত হলে চারা তোলার বয়স হবে ৪ সপ্তাহ (১ মাস)। বেশী বয়সের চারা বপন করলে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা যায় এবং ফলন কম হয়।

বীজ শোধন ঃ বীজ শোধন দুই রকম ভাবে করা যায় শুকনো বীজ শোধন এবং ভেজানো বীজ শোধন। কার্বেনডাজিম (২৫%) + ম্যানকোজেব (৫০%) মিশ্রণ (স্প্রিন্ট বা সাফ) ২ গ্রাম / লিটার জলে গুলে প্রয়োজনীয় বীজ ওই দ্রবণে ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর ওই বীজ ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে জাঁক দিতে হবে। জৈব ছত্রাকনাশক ট্রাইকোডারমা ভিরিডি ২ গ্রাম / কেজি বীজের সাথে মিশিয়েও বীজ শোধন করা যায়।

বীজতলায় রোগ পোকার আক্রমণ ঃ আমন ধানের বীজতলায় মূলত যেসব রোগ ও পোকার আক্রমণ শুরু হয় তার মধ্যে বাদামী দাগ, ঝলসা, ব্যাকটিরিয়াজনিত ঝলসা; মাজরা পোকা এবং পাতা মোড়া পোকা অন্যতম।

বাদামী দাগ ঃ ছত্রাকজনিত এই রোগের আক্রমণে পাতায় তেলবীজের ন্যায় বাদামী বর্ণের ছিট ছিট দাগ দেখা যায় যেগুলি পরবর্তীকালে চারার বয়স বাড়ার সাথে সাথে একে অপরের সাথে মিশে যায় না। প্রতিকার স্বরূপ জিনেব ১.৫ গ্রাম / লিটার অথবা ম্যানকোজেব ৭৫% ডব্লিউ.পি ১.৫ গ্রাম / লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। ।

ঝলসা ঃ এই রোগটিও ছত্রাকঘটিত। এই রোগের আক্রমণে পাতায় মাকু আকৃতির বাদামী দাগ দেখা যায় যা পরবর্তীকালে একে অপরের সাথে মিশে যায় এবং পাতার বেশীর ভাগ অংশই দখল করে নেয় এবং পাতা ঝলসে যাওয়ার মত হয়। প্রতিকার স্বরূপ প্রোপিকোনাজোল ১ মিলি / লিটার অথবা ট্রাইসাইক্লাজোল ০.৭৫ গ্রাম / লিটার গুলে স্প্রে করুন।

বীজতলায় মাজরা পোকার মথ পাতার অগ্রভাগে ২-৪ সেমিঃ অংশে ডিম পাড়ে। তাই বীজতলা থেকে চারা তুলে মূলজমিতে লাগানোর আগে কাঁচি দিয়ে পাতার অগ্রভাগের ২-৪ সেমিঃ অংশ কেটে ফেলে নষ্ট করে দেওয়া উচিত। এতে মাজরা পোকার আক্রমণ মূল জমিতে অনেকটাই আটকানো সম্ভব। বীজতলায় প্রতি বর্গমিটার এলাকায় ১টি ডিমের গাদা দেখা গেলে প্রতিকার স্বরূপ ইকোনিম ১ মিলি/লিটার, ফিপ্রোনিল (৫% ইসি) ১ মিলি/লিটার, ফিপ্রোনিল ০.৩ জি ২.৫ কেজি/বিঘা, কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৫০% ১ গ্রাম / লিটার জলে গুলে স্প্রে করা উচিত

পাতা মোড়া পোকার ল্যাদা বা শূককীট পাতার দুই কিনারা জুড়ে নল সৃষ্টি করে এবং ল্যাদা ওই নলের মধ্যে থেকে পাতা চিবিয়ে খায়। মূলতঃ জমির ছায়াযুক্ত অংশে এর আক্রমণ বেশী হয় তাই সেক্ষেত্রে ছায়ার কারণ দূর করতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিন ১ মিলি / লিটার, ইকোনিম ১ মিলি/লিটার, ফিপ্রোনিল (৫% ইসি) ১ মিলি/লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।